যুগান্তর

তারিখ 12 JUL 2017
পৃঃ ৪ কলাম ৭

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস ও জুন মাসের ছুটি

আবদুর রহমান

উচ্চশিক্ষায় দেশের প্রধান ও সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস প্রতিবছর উদযাপিত হয়। প্রতিবছর ১ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয় দিবস হিসেবে উদযাপন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার। তবে এর আয়োজন বরাবর একই ধাঁচের হয়। উপাচার্যের নেতৃত্বে শোভাযাত্রা, পায়রা ও রঙিন বেলুন ওড়ানো, টিএসসিতে আলোচনা সভা ইত্যাদি। কোনো কোনো বছর অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভবনগুলোয় আলোকসজ্জা করা হয়।

আমি মনে করি, দেশের প্রধান এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আয়োজন আরও বর্ণাঢ্য ও ব্যাপক হওয়া উচিত। দেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি দেশের মানুষের আলাদা রকম ভালোবাসা আছে। তাই এর আয়োজনগুলো এমন হওয়া উচিত, যা সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করে। ধীরে ধীরে শতবর্ষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। নিশ্চয়ই তখন আরও ব্যাপক আয়োজন করবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান সাদামাটা ও প্রাণহীন হওয়ার একটি বড় কারণ এই যে, এ আয়োজনের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা না থাকা বা কম থাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপিত হয় ১ জুলাই। এর আগে পুরো জুন মাস বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকে। হলে থাকা শিক্ষার্থীদের বেশিরভাগই এ সময় বাড়ি চলে যায়। ফলে হলগুলো প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়। আর যারা ঢাকায় থাকে, তারাও খুব বেশি ক্যাম্পাসমুখো হয় না। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর হয়ে পড়ে অনেকটা বিরানভূমি। ৩০ দিনের দীর্ঘ ছুটি শেষে যেদিন বিশ্ববিদ্যালয় খোলে, সেদিনই উদযাপিত হয় বিশ্ববিদ্যালয় দিবস। তাই এ আয়োজনের সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সংশ্লিষ্টতা, সম্পৃক্ততা ও অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে খুবই কম। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকা পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয় দিবস উদযাপিত হলে ক্যাম্পাস ও হলগুলোয় প্রাণের উচ্ছ্বাস তৈরি হতো, নানা অনুষ্ঠান হতো, হলগুলো নানা প্রতিযোগিতামূলক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করতে পারত মাস বা সপ্তাহজুড়ে।

এ প্রেক্ষাপটে ছুটি নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় দিবস তো আর বদলানো যাবে না, কিন্তু চাইলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের জুন মাসের ছুটি বদল করা সম্ভব। এই ছুটি কমিয়ে ১৫ দিন অর্থাৎ জুনের ১ থেকে ১৫ তারিখ পর্যন্ত করা যেতে পারে, অথবা ডিসেম্বর মাসের ২০ তারিখ থেকে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত এ ছুটি কার্যকর করা যেতে পারে। তবে নানা কারণে ডিসেম্বরে ছুটি দেয়াটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। কেননা, বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার্থীদের অনেকেই ঢাকায় টিউশনি করে। ডিসেম্বরের ২০ তারিখ থেকে ছুটি শুরু হলে তাদের পক্ষেও এ সময়টায় ছুটি উপভোগ করা সম্ভব হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় দিবস অধিকতর বর্ণাঢ্য ও জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদযাপন করতে হলে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা জরুরি। এজন্য জুন মাসের ছুটি নিয়ে নতুন করে ভাবা প্রয়োজন।

দক্ষিণ বিজয়পুর, গৌরনদী, বরিশাল